দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা রোববার, ৫ আষাঢ় ১৪১৮, ১৯ জুন ২০১১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দরিদ্রতা

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে জাপানের স্থলে চীন ২য় স্থানে আসীন হয়েছে। প্রথম স্থান অধিকারী আমেরিকা থেকে চীনের অবস্থান নিচে। আমেরিকা ও চীনের ভেতর সচ্ছলতার বিশাল পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত। চীনের মত একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশকে সামগ্রিকভাবে আমেরিকার সমসাময়িক হতে কমপক্ষে আরো এক যুগ লাগবে। আমেরিকার বর্তমান বার্ষিক মাথাপ্রতি আয় প্রায় ৪০ হাজার ডলার। বিশ্বে আর কোন দেশকে আমেরিকার মাথাপ্রতি আয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেট বিশ্বের যেকোন দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ। আমেরিকায় বাৎসরিক প্রতিরক্ষা বাজেট ইউরোপের প্রায় ২০টি দেশের প্রতিরক্ষা বাজেটের যোগফলের সমান। আমেরিকার ১ বছরের বাজেট গড়পড়তা ইউরোপের যেকোন দেশের ২০ বছরের সামগ্রিক বাজেটের সমান। তারপরও আমেরিকার মত একটি ধনী দেশেও দরিদ্রতা বিদ্যমান। America is a country of migrants। দারিদ্র্য-পীড়িত লোকজনের ভেতরে আমেরিকার আদিবাসী ও উপজাতি যেমন- Red-Indian, Non-White এবং নিগ্রো ব্যক্তিবর্গই বেশি। ছাড়াও Black, African-American, Hispanics এবং আমেরিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন অভিবাসী সচ্ছল নন। শহর এলাকায় বসবাসকারী নিগ্রোদের ঘেটো (Gheto) বলা হয়। অভিবাসীর দেশ আমেরিকায় দরিদ্রতার কারণগুলোর মধ্যে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অন্যতম। দরিদ্র ব্যক্তিদের শিক্ষার হার অপ্রতুল, দক্ষতার অভাব ও স্বল্প বেতনের চাকরি করতে হয়। তাছাড়াও সরাসরি বিনিয়োগযোগ্য অর্থসম্পদ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ইত্যাদি তাদের নেই বললেই চলে। অনেকেই মনে করেন, বাজার অর্থনীতির কারণেই আমেরিকার মত দেশও দারিদ্র্যপীড়িত। কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বাজার অর্থনীতির কারণেই আমেরিকা আজ বিশ্বের বুকে সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যবান। সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ও মাথাপ্রতি বেশি আয়ের দেশ আমেরিকা। আবার অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির কারণে আমেরিকার আয়, উন্নতি, নিয়োগ সুবিধা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সুসম বন্টনে ব্যাঘাত ঘটে। আমেরিকার সর্বোচ্চ বাৎসরিক প্রতিরক্ষা বাজেটটি এক ধরনের অমানবিকতা। যার মাত্র শতকরা ১ ভাগ সুসম বন্টনের খাতিরে সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করলে আমেরিকাসহ কিছু দারিদ্র্যপীড়িত দেশকে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব। আমেরিকায় বড় একটি রাজনৈতিক দলকে রক্ষণশীল বলা হয়। যেমন- রিপাবলিকান রক্ষণশীলতার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে তারা White লক্ষ্যদেশীয় নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

> *আমেরিকার মত একটি ধনী দেশেও দরিদ্রতা বিদ্যমান। America is a country of migrants। দারিদ্র্য-পীড়িত লোকজনের ভেতরে আমেরিকার আদিবাসী ও উপজাতি যেমন- Red-Indian, Non-White এবং নিগ্রো ব্যক্তিবর্গই বেশি। ছাড়াও Black, African-American, Hispanics এবং আমেরিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন অভিবাসী সচ্ছল নন।*

১৪২০ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত স্থানটিকে India মনে করে ভুল করায় সেখানকার আদিবাসীদের Red-Indian বলা হয়। আমেরিকায় Red-Indian সংখ্যালঘু হলেও দারিদ্র্যপীড়িতদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ Red-Indian পরিবার অনাধুনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সেকেলে ইত্যাদি মনমানসিকতাসম্পন্ন। তাদেরকে সরকার শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেবার বিভিন্ন সুযোগ দিয়েও তাদের যুগোপযোগী করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্কুল-কলেজে যেতে আগ্রহী নয়। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, গান-বাজনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। American poverty is a relative term। দরিদ্র ব্যক্তিদের আয়ের পরিমাণ অপর্যাপ্ত, যা মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। দারিদ্র্য এবং দরিদ্র নয়, এমন ব্যক্তিদের পার্থক্য নির্ণয় করাও অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। ২০০৪ সালে চার সদস্যের যেসব আমেরিকান পরিবারে বাৎসরিক আয় ১৮ হাজার ৮৫০ ডলারের নিচে তাদেরই দরিদ্র বলা হয়। দরিদ্রতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি, আয়, উন্নতির অসম বন্টন ও দরিদ্র ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ইত্যাদি নেই বললেই চলে। তাদের অর্থ-সম্পদ খুবই অপ্রতুল। নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে অর্জিত আয়ের কোন সুবিধা তাদের নেই। আবার মহিলা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি দরিদ্র। এসব পরিবারের মা-শিশু দরিদ্র্যতার শিকার। শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার অভাব। দরিদ্র পরিবারের শিশু যখন বড় হয় তখনও তারা দরিদ্র থেকে যায়। লিঙ্গ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য আমেরিকার দরিদ্রতার আরো একটি বড় কারণ। যেমন আগেই বলা হয়েছে, নারী ও শিশু সংখ্যালঘু দরিদ্র। ১৮ বছরের নিচে শিশুরা দরিদ্র। আবার ১৮ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মানুষ তুলনামূলকভাবে কম দরিদ্র। বিবাহিত পরিবারের তুলনায় অবিবাহিত পরিবার (Single headed family) বেশি দরিদ্র। Female without husband and male without wife and unmarried male or female are relatively more poor। আবার দরিদ্র ব্যক্তিদের বেশির ভাগই অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ হয়। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্পদশালী দেশ হয়েও আমেরিকা দারিদ্র্যমুক্ত নয়। আমেরিকার দরিদ্রতা আপেক্ষিকভাবে বিতর্কিত। আমেরিকার দারিদ্র্য নিরসনে অবশ্যই Well managed capitalism পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। আয়, উন্নতির সুসম বন্টনের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর ট্যাক্স আরোপ করে জন্মসূত্রে সচ্ছলতার বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। মানুষের গড়পড়তা শিক্ষা ও দক্ষতা বাড়িয়ে বেতনভাতাদির পার্থক্য হ্রাস করতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো ন্যূনতম বেতনভাতাদির দাবি-দাওয়া মানবিক কারণে হলেও আমেরিকান সরকারী ও বেসরকারী খাতকে মেনে নিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সমৃদ্ধকরণ সাপেক্ষে বেকার বীমা পদ্ধতি চালু করতে হবে। Progessive income tax system আরো ফলপ্রসূভাবে সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। করদাতার আয় বাড়লে তার জন্য করের হারও বাড়বে। আমেরিকান সরকারের ট্যাক্স এবং নন-ট্যাক্স ইনকাম পলিসি এবং আয়ের সুসম বন্টন পদ্ধতি এমনিভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে যাতে সরকারী আয়ের ব্যয় ও সরকারী বিনিয়োগ ইত্যাদি সরকারী বাজেটের প্রয়োগ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যয়। ট্যাক্সের হার অতিরিক্ত বৃদ্ধিকরণ সাপেক্ষে করদাতারা যেন উৎসাহ-উদ্দীপনা না হারায়। এর জন্য সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক পলিসি নিতে হবে এবং সম্প্রসারিত নীতিগুলো সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আমেরিকার ডিভি লটারির প্রচলিত পদ্ধতিকে অবশ্যই তাদের বৃহত্তর স্বার্থে রিজাইজড করতে হবে। বর্তমান ডিভি পদ্ধতিতে দক্ষ, অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ প্রবাসী থেকে আমেরিকার অভিবাসনের সুযোগ পেতে পারে। তাই বর্তমান ডিভি পলিসি আমেরিকার মত একটি প্রযুক্তিশীল দেশে উৎপাদনশীল নয়। ডিভি প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা থাকতে হবে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার আদমশুমারি মতে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, যা নিয়ে সাদারা বলতো এই পরিসংখ্যানটি একটি আপেক্ষিক তথ্য (Relative Poverty)। কিন্তু অভিবাসীরা বলতো তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যজনিত কারণে আমেরিকার এই দরিদ্র্যতার পরিসংখ্যান সঠিক বা সত্য।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।